Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

কান্টীয় দর্শনে কোপারনিকীয় বিপ্লব : একটি সমীক্ষা

মৌমিতা ব্যানার্জী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,
দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

দর্শন জগতে দার্শনিক ইম্যান্যুয়েল কান্ট হলেন একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এই প্রবন্ধটিতে আমি দেখনোর চেষ্টা করেছি তাঁর *Critique of Pure Reason* এর দ্বিতীয় সংস্করণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক, যাতে ইম্যান্যুয়েল কান্ট মন্তব্য করেন যে জ্ঞান আমাদের বিষয়ানুসারী নয় বরং বিষয় আমাদের জ্ঞানানুসারী হয়ে থাকে। সর্বোপরি তাঁর এই তত্ত্বকে তুলনা করা হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের সাথে, যার দরুন এই তত্ত্বকে দর্শন জগতে 'কান্টের কোপারনিকীয় বিপ্লব' নামেও অভিহিত করা হয়। একটি 'object' বা বিষয়কে জানার অর্থ হল যে আমরা তার সম্ভাব্যতার পক্ষে যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে সক্ষম। এই সাক্ষ্য প্রমাণ বাস্তব জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রদত্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও আসতে পারে, আবার যুক্তির মাধ্যমেও আসতে পারে। কেবলমাত্র যদি আমার ধারণা একটি সম্ভাব্য চিন্তা হয়ে থাকে তাহলে আমার যা ইচ্ছা আমি তাই ভাবতে পারি। একটি বস্তুর 'ধারণা' হওয়ার পক্ষে এটি যথেষ্ট, যদিও বা আমি সমস্ত প্রকার সম্ভাবনার সমষ্টিতে এই ধারণাটির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বস্তুর প্রেক্ষিতে উত্তর দেওয়ার জন্য সক্ষম নাও থাকতে পারি। প্রবন্ধটিতে যে সমস্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলি হল, প্রথমত, কোনো কিছু বিজ্ঞান পদবাচ্য কখন হবে? দ্বিতীয়ত, কোপারনিকীয় বিপ্লব কাকে বলে? বা, কাণ্টীয় তত্ত্বটিকে কেনই বা কোপারনিকীয় বিপ্লব বলা হয়েছে? তৃতীয়ত, 'বিপ্লব' কথাটির অর্থ কি? চতুর্থত, আমাদের সংবেদন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা কিভাবে জ্ঞান হয়? পঞ্চমত, কান্টীয় কোপারনিকীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি কি কি? বা কেন কান্টের এই তত্ত্বকে কোপারনিকীয় বিপ্লব বলা যায় না? ষষ্ঠত, কান্টের যে বিপ্লব তাঁর ফলাফল কি ছিল? সপ্তমত, অতিবর্তী অধিবিদ্যাকে কেন বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় না? অষ্টমত, 'metaphysics of nature' এবং 'metaphysics of morals' সম্পর্কে অতিসংক্ষিপ্ত

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

আলোচনা, নবমত, 'appearance' এবং 'noumena' সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য, সর্বশেষ স্থলে এসে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

সূচকশব্দ : বিপ্লব, ইন্দ্রিয়, বিষয়, অধিবিদ্যা, সংশ্লেষক, ধারণা, অধিবিদ্যা, কোপারনিকীয়

(১)

কান্ট ১৭৮৭ সালের *Critique of Pure Reason* এর দ্বিতীয় সংস্করণে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। সেখানে কান্ট নিজের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতকে তুলনা করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের সাথে।[1] কান্ট মনে করেন যে দর্শনে যে তার মতামত তা কোপারনিকাসের মতটির সাথে তুলনীয় বা সাদৃশ্যমূলক। কিন্তু কোপারনিকাসের মত আলোচনার পূর্বে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন যে কখন বলা যাবে কোনো একটি কিছু বিজ্ঞান পদবাচ্য? উত্তরে বলতে হয়, সেটাই বিজ্ঞান পদবাচ্য বলে গণ্য করা যাবে, যা সর্বজন স্বীকৃত হবে এবং সেই শাস্ত্রে কিভাবে এগোতে হবে সেটি সম্পর্কে যদি কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকে, তাহলেই বলা যায় যে সেটি বিজ্ঞান পদবাচ্য। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যঃ

ক) এই নিরিখে তর্কবিদ্যা হল বিজ্ঞান কেননা তর্কবিদ্যাতে এমন কতগুলো মত আছে যা সর্বজনসিদ্ধ এবং যার মধ্যে মতৈক্য আছে। কাণ্ট মন্তব্য করেন দার্শনিক অ্যারিস্টটলের হাতে তর্কবিদ্যা পূর্ণতা পেয়েছে, যদিওবা পরবর্তীকালে কাণ্টের এই কথা খণ্ডিতও হয়[2]।

খ) কান্ট বলেছিলেন গনিতও বিজ্ঞান পদবাচ্য যদিও বা গণিতকেও একসময়ে বিজ্ঞান বলে গণ্য করা যেত না।[3] জ্যামিতিও হল বিজ্ঞান। যখন গঠনমূলক পদ্ধতির সাহায্যে জ্যামিতকে ব্যাখ্যা করা হল, তখনই জ্যামিতিও বিজ্ঞানের মর্যাদা পেল। যেমন – প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'ত্রিভূজের তিনকোনের সমষ্টি দুই সমকোণ'। একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলেই তার মধ্যে আবশ্যিক কিছু ধর্ম থাকে, সেই ধর্মগুলিকে একটি গঠনমূলক রূপ দিলেই প্রমান করা যায় যে 'ত্রিভুজের তিনকোনের সমষ্টি দুই সমকোণ'। কান্টের মতে, 'method of construction' যখন উন্নীত হল, তখন গণিত ও বিজ্ঞান পদবাচ্য হল।[4] জ্ঞাতা যখন সক্রিয় হয়, তখনই গনিতও বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হল।

গ) কান্ট বলেন, প্রথমাবস্থায় পদার্থবিদ্যাও বিজ্ঞান পদবাচ্য ছিল না।[5] প্রকৃতিতে কোনো ঘটনা ঘটল, তার থেকে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যায়। কিন্তু এভাবে নীতি বা 'law' আবিষ্কার করা যায় না। কান্টের মতে যখন পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রবর্তিত হল তখনই পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হল।কান্টের মতে প্রকৃতিতে যে ঘটনা ঘটে সেগুলিকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষন করে দেখতে হবে। এটি যখন করা হয় তখন, জ্ঞাতাকে সক্রিয় হতে হবে। ধরা যাক,কোনো

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

মামলার জন্য একজন বিচারককে নিযুক্ত করা হল, বিচারক কতকগুলো প্রশ্ন তৈরি করে রাখেন। সেই প্রশ্নানুযায়ী, সাক্ষীকে উত্তর দানও করতে হয়। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে জ্ঞাতাকেও বিচারকের ন্যায়ই সক্রিয় থাকতে হয়। কৃত্রিমভাবে, ঘটনার সৃষ্টি করে দেখা যায় পদার্থবিদ্যাও বিজ্ঞান।

ঘ) অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলা যায় না।[6] যদিওবা অধিবিদ্যা বিজ্ঞানের চাইতেও অধিকতর প্রাচীন তথাপি এই বিদ্যা বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে পারেনি। অধিবিদ্যার জন্য আমাদের ক্রমশই নতুন নতুন পথের সন্ধান করতে হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি। কেননা সেখানে এখনও এই বিদ্যা সম্পর্কে সর্বজনসিদ্ধ মতে পৌছানো সম্ভবপর হয়নি। প্রশ্নওঠে যে, অধিবিদ্যাকে কি কখনও বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করা যায় না? কান্টের মতে অধিবিদ্যা বিজ্ঞানের পথে চালিত হতে না পারলেও এটি কোনো অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যায় সাফল্য অর্জনের পর, অধিবিদ্যাকেও বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করবার প্রচেষ্টা করা যেতেই পারে।

প্রাক্-কান্টীয় মতে বলা হয় যে, জ্ঞান আমাদের বিষয়ানুসারী বা জ্ঞান বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কান্টের মতে যদি এমন মত মানা যায়, তাহলে একরকমের জ্ঞানকে অর্থাৎ বিষয়ানুসারী জ্ঞানকে বলা যাবে না যে, সেটি হল পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন। ফলে এ প্রকারের বচন কিভাবে সম্ভব বা প্রকৃতই সম্ভব কিনা তাও নির্ণয় করা যায় না, যা কান্টীয় দর্শনের মুল বা প্রকৃত সমস্যা। তাই, কান্টের মত মানা হলে, অধিবিদ্যায় বেশি সাফল্য পাওয়া যাবে যদি মনে করি বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বা জ্ঞানের বিষয়টাই জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মতটিকেই কান্ট বলেন, দর্শনশাস্ত্রে কোপারনিকীয় বিপ্লব।[7]

(২)

প্রশ্ন ওঠে যে, কোন মতবাদটিকে বলে এই কোপারনিকীয় বিপ্লব? উত্তরে বলতে হয়, যে মতবাদটিকে কোপারনিকীয় বিপ্লব বলা হয় তা হল, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে বা বিষয় জ্ঞানানুসারী হবে। প্রাক্-কান্টীয় মতে, দুইরকমের অবধারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় – পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক। কিন্তু কান্ট আর এক তৃতীয় প্রকারেরও এক অবধারণ মানেন যা হল, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক। তাঁর মতে এপ্রকারের অবধারণ যে শুধুই আছে তা নয়, বরং এ – প্রকার অবধারণের সন্ধান পাওয়া যায় বিশুদ্ধ গণিতে এবং পদার্থবিদ্যায়। কান্টের মতে যে বচন সকল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ অর্থাৎ যে বচনের সত্যমূল্য নির্ধারণের জন্য অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না, তাই হল পূর্বতঃসিদ্ধ বচন। অন্যদিকে যে বচনের বিধেয় প্রত্যয় উদ্দেশ্য প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও উদ্দেশ্য প্রত্যয়ের মধ্যে বিধেয় প্রত্যয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে না তাকে বলে সংশ্লেষক বচন। এবার একটি গণিত তথা পাটীগণিতের উদাহরণ নেওয়া যাক- '৭+৫=১২' এটি একটি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন। এখানে উদ্দেশ্যতে ৫ ও ৭ কে যোগ করবার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ৫ ও ৭ কে যোগ করবার মধ্যে কোথাও ১২-এর ধারণা আসে না। অর্থাৎ ৫ এর ধারণাতে বা ৭ এর ধারণাতে কোথাও ১২ এর ধারণা আসে না। সুতরাং '৭+৫=১২' করলে আমরা নতুন কিছুকেই জানতে পারি, কাজেই বচনটি সংশ্লেষক, আবার বচনটি সার্বিকও বটে। কেননা ৫ ও ৭ এর যোগফল যে ১২ তা একজায়গায় বুঝলে সকল ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হয়। কেবলমাত্র অনুভবের ওপর নির্ভর করেই আমরা এইরকম সার্বিক বচন কখনোই পেতে পারি না। আবার পদার্থবিদ্যাতেও এই প্রকার বচনের দেখা মেলে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু নীতি থাকে যেগুলো ছাড়া কোনো পদার্থবিদ আলোচনায় এগোতে পারেন না। সেই সমস্ত নীতিগুলোই হল পূর্বতঃসিদ্ধ। তাছাড়া প্রাকৃতবিজ্ঞানের বেশিরভাগ বচনই অভিজ্ঞতালব্ধ, কিন্তু প্রাকৃতবিজ্ঞানের মৌল নীতি গুলো হল পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক। যেমনঃ 'জড় জগতের শত পরিবর্তনের মধ্যেও জড়ের পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে' –এটি হল নিউটনের প্রাকৃতবিজ্ঞান সংক্রান্ত সূত্র। এই প্রকার সুত্রগুলো হল পূর্বতঃসিদ্ধ। আবার এখানে উদ্দেশ্যের ধারণা হল জড় জগতের পরিবর্তনের ধারণা এবং বিধেয়ের ধারণা হল জড়ের পরিমাণের অপরিবর্তনের ধারণা। তাই উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে বিধেয়ের ধারণাকে পাওয়া যায় না বলে বচনটি সংশ্লেষক। ফলত, দেখা গেল পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক বচন সম্ভব।

এখন দেখা যাক, যে প্রাক্-কান্টীয় মত মানলে কেন পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক বচন অসম্ভব হয়ে পরে?[৪] প্রাক্ কান্টীয় মতে প্রচলিত ছিল যে আমাদের জ্ঞান হল বিষয়ানুসারী। কিন্তু তা মানলে বলতে হয় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাব্যতীত কখনো কোনো জ্ঞান সম্ভব নয়। কেননা বিষয়কে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়েই জানতে পারি। সুতরাং তাহলে স্বীকার করতে হয় জ্ঞানমাত্রই আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর। কিন্তু অপরদিকে যদি আমরা কান্টকে স্বীকার করি, তাহলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্বীকার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মাত্রই হল সার্বিক ও আবশ্যিক। কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সার্বিক তথা আবশ্যিক জ্ঞান পাওয়া যায় না। ফলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সার্বিক ও আবশ্যিক হওয়ায় সেগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু প্রাক্ কান্টীয় মত, বৈজ্ঞানিক তথা পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের শর্ত পূরণ করতে পারে না। তাই এটি বলাই বাহুল্য প্রাক্-কান্টীয় মত কান্টের মতের উল্টো কথাই বলে।

(৩)

'বিপ্লব' কথাটির অর্থ কি? 'বিপ্লব' কথাটির মানে হল, প্রথমত, 'turning upside down' অর্থাৎ উপরের দিকটিকে নিচের দিকে করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, 'বিপ্লব' এই ক্ষেত্রে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা কিছু মৌলিক পরিবর্তন বা 'fundamental change' করা হয়। তৃতীয়ত, বিষয়টিকে 'fundamental reconstruction' বা মৌলিক পুনর্গঠনও করা হয়। বিপ্লব কথাটির যে অর্থ বলা হল, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কান্টের মতে তার তত্ত্বে আছে বলে এটাকে আমরা

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

'বিপ্লব' বলতে পারি। প্রাক্-কান্টীয় মতে, জ্ঞান বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কিন্তু, কান্ট বলেন বিষয় হল জ্ঞানানুসারী। ফলত, এক্ষেত্রে 'turning upside down' অর্থাৎ উপরের দিকটি নিচের দিকে চলে আসল বলাই যায়। প্রাক্ কান্টীয় মতে, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিষয়টির স্বরূপ বা 'real object' এর স্বরূপটিকেই আমরা জানতে পারি এবং যথার্থ বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান হয়।কান্টের মতে বিষয় জ্ঞানানুসারী হয় অথবা বিষয় জ্ঞানের ওপরেই নির্ভরশীল। তাঁর মতে জ্ঞান হতে গেলে যে দুটি বৃত্তির সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন হয় সেই দুটো বৃত্তি হল – সংবেদন শক্তি ও বোধশক্তি। তাহলে জ্ঞানের বিষয় সংবেদন শক্তি ও বোধশক্তির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দুইবৃত্তির সহযোগিতা ছাড়া জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সংবেদন শক্তি হল, ইন্দ্রিয় অনুভবের বৃত্তি, এবং বোধশক্তি হল ধারণার বৃত্তি। তাই জ্ঞান হতে দুইবৃত্তিই প্রয়োজন, ইন্দ্রিয় অনুভবও দরকার এবং ধারণাও প্রয়োজন।

(৪)

কান্টের মতে সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতার থেকেই সূচিত হয়।[9] বাহ্যবস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে সংবেদন হয়। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগের ফলে, প্রথম যে উপাদানগুলি পাই সেগুলি, সংবেদনের দ্বারা গৃহীত হয়। সংবেদন হল একটি নিষ্ক্রিয় বৃত্তি। বাইরে থেকে যা কিছুই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তা দেশ ও কালের আকার নিয়েই আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। দৈশিক ও কালিক আকার ছাড়া আমরা কোনো বস্তুকেই জানতে পারি না। দেশ ও কাল আমাদের মনেই থাকে। তাই বস্তুটি সংবেদনের এই দুই আকারের দ্বারাই আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়। বাইরে থেকে কিছু উপাদান যেগুলি আমি পাই সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি কি তার জ্ঞান আমাদের হয় না। যদি বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হতেই হয় তাহলে এই উপাদানগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও সংশ্লেষ করবার প্রয়োজন আমাদের হয়। এগুলকে একত্রিত করতে না পারলে কোনো বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হয়না। এখন এগুলোকে একত্রীকরন করতে হয়। কিন্তু মনের যে বৃত্তি থাকে সংবেদন, তা এগুলোকে একত্রীকরণের কাজ করতে পারে না। কেননা সংবেদন হল একটি নিষ্ক্রিয় বৃত্তি। তাই এমন এক বৃত্তিকে তিনি স্বীকার করেছেন, যা বিষয়গুলিকে রূপ দেয়, যার নাম হল বোধশক্তি। এটিকে বলে হয় ধারণা সম্বন্ধীয় বৃত্তি। ধারণা ছাড়া এগুলো ঐক্যবদ্ধ হবে না। অবধারণ বা 'Judgement' এর আকারেই কোনো জ্ঞান ব্যক্ত হয়। যেমন – 'টেবিলটি হয় বাদামী' –এমনটি বললে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান হয়। 'টেবিল' –এটি একটি ধারণা। অনেক টেবিল দেখেছি, এই 'অনেক' গুলোকে একত্রে আনা ধারণার পক্ষেই সম্ভবপর হয় এবং একমাত্র ধারণাই প্রদান করতে পারে বোধশক্তিকে। 'টেবিল' এবং 'বাদামী' দুটোই হল 'concept'। 'concept' গুলো ব্যবহার করা হয় বাইরে থেকে পাওয়া উপাদানগুলোতে। 'concept' গুলো হল 'empirical'।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

তবে শুধু যে আভিজ্ঞাতিক ধারণাগুলোকেই যে ব্যবহার করা হয় তা নয়। আর কতকগুলো ধারণা যেগুলোকে বিশুদ্ধ ধারণা বা পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা বলা হয় সেগুলো মূলত মন বা বোধশক্তি এর আকার থেকে আসে। 'টেবিলটি হয় বাদামী' বলা হল মানে টেবিলটিকে একটি 'বস্তু' বলা হল বা এটিকে একটি 'দ্রব্য' বলা হল। এগুলো অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন অবধারণের মোট ১২ টি আকার থাকে। কান্ট বলেন এই প্রত্যেকটি আকারের অনুসারী একটি করে ধারণা আছে। মোট ১২ রকমের আকারের কথা কান্ট বলেন।[10] তাদের তিনি নাম দেন 'categories'। প্রত্যেকটি অবধারণে একটি করে পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা আছে। এই ধারণা গুলো অভিজ্ঞতার থেকে আসেনি। এগুলোকে পূর্বতঃসিদ্ধ বলা হয় তাঁর কারণ হল এপ্রকার ধারণা অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত নয়।

জ্ঞানের বিষয় সংবেদনের আকার দ্বারাও ব্যাখ্যাত হল আবার, বোধশক্তির আকার দ্বারাও ব্যাখ্যাত হল।যেহেতু বাইরে থেকে কিছু উপাদান আসে তাই এর মধ্যে কিছু নতুনত্বও থাকে, আবার জ্ঞানটি পূর্বতঃসিদ্ধও হয়। যে কোন জ্ঞান হতে গেলে তা দ্রব্যগুণ-কার্যকারণ, দৈশিক-কালিক আকার যুক্তই হবে। কেননা জ্ঞাতা বিষয়ের উপর এগুলি আরোপ করেই বিষয়টিকে জানতে পারে। ফলে বিষয় সম্বন্ধে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানও হচ্ছে। তাই কান্টের মত মানলে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

প্রাক্-কান্টীয় মতে জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কান্টের মতে জ্ঞান মূলত পূর্বতঃসিদ্ধ অর্থেই ব্যাবহৃত হয়েছে। জ্ঞাতা কেবল দেশ ও কাল দিয়েই সর্বদা জানবে। জ্ঞানের কাঠামোটিকে দেশ-কাল ব্যতিরেকে জানা যায় না।জ্ঞান হতে গেলে তাকে দৈশিক-কালিক আকার যুক্ত হয়েই জানতে পারবো। ফলে কোনোদিন 'প্রকৃত বস্তু' বা 'real object' কে জানা সম্ভব নয়। আমার জ্ঞানটি হবে অবভাসের।বস্তুর প্রকৃত সত্তাকে কখনোই জানা যায় না। প্রাক্-কান্টীয় মতে 'real object' বা প্রকৃত সত্তার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কান্ট তা পুরোপুরি ভাবে আমাদের কাছে অজ্ঞাতই বলেছেন। ফলে বিপ্লবের যা অর্থ করা হয় তার প্রত্যেকটাই কান্টের মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

কোপারনিকাসের তত্ত্বটি হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাস একটি বিপ্লব এনেছিলেন বলা যায়।তুলনা করা হয় যে দর্শনে কান্ট যে বিপ্লবটি আনেন তা কোপারনিকাসের সাথে তুলনীয়। এদের দুইয়ের তত্ত্বগত সাদৃশ্য সম্ভব নয়। কোপারনিকাসের আগে টলেমির মতকে বলা হত ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ বা 'Geocentric Hypothesis'। কোপারনিকাস এই মতকে পালটে যে মতবাদ প্রদান করেন তার নাম হল সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ বা 'Heleocentric Hypothesis'। টলেমির মতানুযায়ী পৃথিবী হল স্থির, এটি কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ তাকে প্রদক্ষিণ করছে। টলেমির এই প্রকল্প জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক মতের ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু এমনও কিছু ঘটনা ছিল যেগুলির ব্যাখ্যা এই প্রকল্প দিতে পারে না। কোপারনিকাস বলেন সূর্য স্থির,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

এবং এটি পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ তাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, ফলে এক্ষেত্রে বিপ্লবের একটি অর্থ 'turning upside down' পূরণ হল বলা যেতেই পারে।

(৫)

কোথাও কোথাও আপত্তি ওঠে যে কান্টের মতটি কোপারনিকীয় বিপ্লব নয়, তার কারণগুলি হল নিম্নরূপ –

কান্টের মতের সাথে টলেমির মতের সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ তার মতটি হল 'anti-copernican'।[11] যদি বিষয়ের দিক থেকে বিচার করা হয় তাহলে কোপারনিকাসের মতের সাথে কান্টের মতের কোনো মিল থাকতে পারবে না। দুজনের বস্তুগত সাদৃশ্য নেই। তাহেলে প্রশ্ন ওঠে কেনই বা কান্টের মতটিকে বলা হয় কোপারনিকীয় বিপ্লব? এর উত্তরে বলা যায় এখানে দুটো সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কোপারনিকাসের সাথে কান্টের বস্তুগত সাদৃশ্য না থাকলেও পদ্ধতিগত কিছু সাদৃশ্য আছে –

(ক) কোপারনিকাস ও কান্ট দুই ব্যক্তিই তথাকথিত ও প্রচলিত মতবাদকে উল্টে দিয়েছিলেন। কোপারনিকাস যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের টলেমির মতকে উল্টে দেন, কান্টও তেমন, প্রাক্-কান্টীয় মতকে উল্টে দেন।

(খ) ব্যাখ্যাকরণের ক্ষমতার দিক দিয়ে কোপারনিকাসের ক্ষমতা অনেক বেশি টলেমির মতের তুলনায়। কান্টের পূর্বে যে মত প্রচলিত ছিল যে 'Knowledge confirms to our object' –এতে পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক ও পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বচনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, কিন্তু কান্ট পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভাব্যতাও ব্যাখ্যা করেন। তাই কান্ট প্রাক্-কান্টীয় মতের ব্যাখ্যাও দিতে পারেন এবং তার ও অতিরিক্ত আরোও কিছুর ব্যাখ্যা ও দিতে পারেন।

আমরা যা কিছু দেখি তা প্রতিভাত হয়। আমরা কেবল অবভাসকেই জানি। কোপারনিকাস মানেন সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চার দিকে ঘুরছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে আমাদের যে অনুভব, সেই অনুভবের সাথে কোপারনিকাসের মতটি ঠিক মেলে না। কেননা আমরা দেখি, সূর্য প্রত্যহ পূর্ব দিকে উঠে মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে অবস্থান করে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু কোপারনিকাস তো বলেছিলেন সূর্য স্থির। এক্ষেত্রে মনে হয় যেন টলেমির মতটাই কান্টের সাথে মিলে যায়। এই ব্যাখ্যা কোপারনিকাস দিয়েছিলেন এমনভাবে – এটা ঠিক যে 'সূর্য ঘুরছে', তা দেখা যায়, কিন্তু যা দেখা যায় তা সূর্যের গতি নয়। এই গতিটি হল দ্রষ্টার নিজস্ব গতি। কেননা, দর্শক পৃথিবীতে রয়েছে,পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিন করছে, ফলে দর্শক নিজের গতিটিকে সূর্যেই আরোপ করেছেন। কেননা এটি সূর্যের 'real motion' 'প্রকৃত গতি' নয়, আপেক্ষিক গতি।

কান্ট বলেছিলেন টেবিলটির প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাথে সংবেদন হয় এবং মন সেই সংবেদনগুলিকে গ্রহণ করে তাতে দৈশিক ও কালিক আকার দেয়। বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

এই কাজটি সম্পাদন করে বোধশক্তি। ফলে বস্তুটি আমার কাছে প্রকারগুলোর মাধ্যমে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, সেভাবেই জানতে হয়। ফলে বিষয়টি যেভাবে আছে, সেভাবেই জানা যায়। তাই আমরা অবভাসকেই জানি, প্রকৃত সত্তাকে জানতে পারি না। কোপারনিকাস যেমন বলেছিলেন আমরা সূর্যের প্রকৃত গতিকে জানতে পারি না, যা জানি তা হল আপাত গতি, ঠিক তেমন কান্টও বলেছিলেন আমরা যা জানতে পারি তা অবভাসমাত্র।

কোনো কোনো দার্শনিক যেমন স্যামুয়েল আলেকজান্ডার হিবার্ট জার্নালের প্রবন্ধে কান্টের মতবাদের সমালোচনা করেন। এটির দুটি ভাগ। প্রথমত, যে কোন পরিবর্তনকেই 'বিপ্লব' বলা যায় না। এবং দ্বিতীয়ত, এর থেকে আরোও গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হল, কান্টের বিপ্লব কোপারনিকীয় নয় বরং, 'anti-copernican'। আলেকজান্ডার বলেন, কান্টের মতের সাথে আমরা টলেমির মতের সাদৃশ্য পাই।তাই বলা যায় তা কোপারনিকীয় নয়, বরং বিরূদ্ধ কোপারনিকীয় তত্ত্ব। কান্টের তত্ত্বটিকে বলতে পারি মনুষ্যকেন্দ্রিক। কান্ট জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাতাকে একটি কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। সে জ্ঞানের বিষয়কে তৈরি করে। সেই বিষয়গুলো বাইরে থেকে আসে না। জ্ঞাতা এগুলোকে নিজের মনের থেকেই প্রয়োগ করে। জ্ঞাতা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফলে প্রকারান্তরে কান্ট পৃথিবীকেই কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন, কেননা মানুষ পৃথিবীর অর্ন্তগত। টলেমি পৃথিবীকেই কেন্দ্রে বলেন। ফলে কান্ট কোপারনিকাসের থেকে পিছিয়ে এসে, টলেমির মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলা যায়।

(৬)

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বিপ্লবের ফল কি? অর্থাৎ 'What are the consequences of Copernican Revolution?'

প্রথমত, যদি কান্টের বৈপ্লবিক মতবাদ মানা হয় তাহলে অতিবর্তী অধিবিদ্যা সম্ভব কি অসম্ভব এমন প্রশ্ন ওঠে। অতিবর্তী অধিবিদ্যা মূলত ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্ব, এসকল প্রমুখ বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। এ জাতীয় বিষয় সম্বন্ধেও জ্ঞান হয় বলেও দাবী করা হয়। ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুভব হয় না। অনুভব হল জ্ঞান হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। আত্মার জ্ঞান হতে গেলেও আত্মাকেও অনুভবে পেতে হবে কিন্তু আত্মাকে অনুভবে পাওয়া যায় না। আত্মাকেও অনুভবে পাওয়া না গেলে আত্মার জ্ঞানও সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্ব অনুভবে কখনোই আসে না। কেবল খণ্ড বিশ্বেরই অনুভব আমাদের হয়।

দ্বিতীয়ত, তাই কান্টের বিপ্লবের ফল হল যে আমাদের জ্ঞান অনুভবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জ্ঞানের সীমা, অভিজ্ঞতার সীমা এবং যতদূর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ততদূর পর্যন্তই জ্ঞান হবে। কোনো

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

বিষয় অভিজ্ঞতার বাইরে থাকলে সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। তাই অতিবর্তী অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এটি কান্টের কোপারনিকীয় বিপ্লবের একটি ফলশ্রুতি।

কিন্তু এই আপত্তিটি টেকে না। আলেকজান্ডার আসলে কান্টের মতের সাথে কোপারনিকাসের মতের হয়তো প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি।অনেক সাদৃশ্যের মধ্যে ভালো উপমা বা 'good analogy' খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিলটি বিষয়গত নয়। পেটন, কেম্প স্মিথ প্রমুখ বলেন এদের পদ্ধতিগত একটি মিল আছে।[12] এরা বলেন যে এদের উপমাটি বিচ্ছিন্ন নয়, আসলে সাদৃশ্যটি হল পদ্ধতিগত সাদৃশ্য। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যা আপাত দৃষ্টিতে বিষয়ের ধর্ম বলে মনে হয় তা যে বিষয়ীর ধর্ম, দুজনেই এভাবেই ব্যাখ্যা করবেন। গতিটিকে সূর্যের বলে মনে হয় কিন্তু কোপার্নিকাস বলেন যে এটা হয়তো যে দ্রষ্টা তারই গতি। তাহলে আপাত দৃষ্টিতে যে গতিটি বিষয়ের বলে মনে হয় তা মূলত বিষয়ীরই গতি। কান্টের মতে টেবিলটিকে যেভাবে জানি তাতে এসব বিষয় থাকে বলে মনে হয় কিন্তু কান্টের মতে দেশ-কাল এগুলি মনেরই আকার। ফলে বিষয় টেবিলে এগুলিকে আরোপ করা হয়। ফলে যা বিষয়গত বলে প্রতীয়মান তা বিষযয়ী গত। এই পদ্ধতিটি দুজনেই অনুসরণ করেন, ফলে এদের সাদৃশ্যটি যথার্থ।

(৭)

যদি জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় তাহলে মানতে হয় আমাদের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতার জগতে সীমাবদ্ধ কেননা বিষয়টা স্বরূপত যেমন তেমনভাবে বিষয়টাকে জানতে পারবো না এবং যদি কোন কিছু অভিজ্ঞতার জগতকে অতিক্রম করে যায় তবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান সম্ভবপর নয়। বুদ্ধিবাদীরা দাবি করেছিলেন এই জাতীয় অতিবর্তী জগৎ সম্পর্কে কেবল বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু কান্ট বলেছিলেন অনুভব ব্যতিরেকে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না। অতিবর্তী অধিবিদ্যার অনুভব সম্ভব নয় তাই এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও সম্ভব নয়। কিন্তু এটি একটি নঞর্থক সিদ্ধান্ত। ফলে এই সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে যায়। কান্ট বলবেন যে এটি ক্ষতি নয়, আসেলে যেটা কোনদিনই আমাদের ছিল না সেটা হারাবার কোন আশঙ্কাও থাকে না।[13] বুদ্ধিবাদীরা একটি প্রভুত্ব কায়েম করেছিলেন ফলত ক্ষতিটা তাদেরই হল। তাই সাধারণ মানুষের ইচ্ছার কিছুই হয়নি। অতিবর্তী অধিবিদ্যা বিজ্ঞান রূপে সম্ভব নয়।[14] কান্টের মতে 'অতিবর্তী অধিবিদ্যা' এই দাবিটিই স্ববিরোধী। কেননা এই প্রকারের অধিবিদ্যা আলোচ্য বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সীমা বহির্ভূত হওয়ার জন্য এইবিষয়গুলোকে শর্তহীন বলা হয়। তাই এক্ষেত্র যদি অতীন্দ্রিয় বিষয় বা শর্তহীন বিষয়কে জ্ঞানের বিষয় রূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু অপরদিকে যে কোন জ্ঞান যদি শর্তযুক্ত হয় তাহলে যা অতীন্দ্রিয় বা শর্তহীন তা শর্তযুক্ত হয়ে পড়ে। সেই কারণে অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

(৮)

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে দু ধরনের অধিবিদ্যারও প্রতিষ্ঠা করা হয়।[15]

1. Metaphysics of Nature: পেটন এই প্রকারের অধিবিদ্যাকে বলেন 'Metaphysics of experience' এবং কেম্প স্মিথ এটিকে বলেছেন 'Immanent metaphysics'।[16] কান্ট বলেন, যে অধিবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করা হয় তা এই জগতেই রয়েছে। তাঁর মতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান হতে পারে। এমন কোন কোন জ্ঞান আছে জাগতিক বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না।কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বতঃসিদ্ধ কিছু উপাদান থাকে, সেটির জন্য কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। অধিবিদ্যা দ্বারা সেটিই জানা যায়। 'Nature' মানে হলো যা জেনেছি বা যা জানব। এই জগতের মধ্যে যে বিষয়ে জেনেছি বা যে বিষয়ে জানা যায় সে বিষয় সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হতে পারে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই প্রকৃতির এক একটি বিশেষ শাখা নিয়ে আলোচনা করে। এই বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের বিজ্ঞান প্রয়োজন এবং সেই বিজ্ঞান মেটা ফিজিকা জেনারেল এবং মেটা ফিজিকা স্পেশালিষ্ট এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অ্যারিস্টটল ঈশ্বরকে বিশুদ্ধ আকার বলেছিলেন। কান্ট বলেন ঈশ্বরের জ্ঞান হয় না। ঈশ্বর, আত্মা এবং সর্ব বিশ্ব ছাড়া সবকিছুর জ্ঞানই আমাদের হয়। এই জগতের যে কোন বিষয় একটি দেশে বা একটি কালে থাকে, কার্যকারণের সম্বন্ধেও থাকে। কিন্তু আমাদের যে সমস্ত বস্তুর অবভাসের জ্ঞান হয় সেই সকল বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম থাকে। তাই প্রশ্ন ওঠে এরকম কোন বিজ্ঞান আছে কি যা সব বস্তুর সাধারণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে? যেমন-যে কোন বিষয় তাদের সাধারণ ধর্ম হলো 'অমুক এবং অমুক'। প্রত্যেকটি বিজ্ঞান কেবল শাখা নিয়েই আলোচনা করে। বুদ্ধি দিয়ে আমার জ্ঞান হয়। জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তার নামই কান্ট দিয়েছেন 'metaphysics of nature'।তাই এই অর্থে এটি একটি বিজ্ঞান। বিষয়গুলি এই জগতেরই অন্তর্ভুক্ত তাই এইরূপ জ্ঞানকে কেম্প স্মিথ নাম দেন immanent metaphysics।[17] বুদ্ধি দিয়ে বিষয় সম্বন্ধে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হয়। যে সব বস্তুরই সাধারণ ধর্ম দৈশিক-কালিক, তারা সর্বদা দ্রব্য গুণসম্পন্ন হয়। অনুভবের বিষয় সম্বন্ধে এ ধরনের অধিবিদ্যার নাম হল মেটা ফিজিক্স অফ এক্সপিরিয়েন্স। কান্ট বলেন এই ধরনের বিপ্লবের ফলে আরেক ধরনের অধিবিদ্যার উদ্ভব হলো সেটা হল 'Metaphysics of Morals' বা 'নৈতিক অধিবিদ্যা'।

2. Metaphysics of Morals: এই অধিবিদ্যা মূলত নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করে। 'Reason' বা প্রজ্ঞা দুইধরনের। ১) তাত্ত্বিক ও ২) ব্যবহারিক। কান্ট তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Groundwork of the Metaphysics of morals' এ এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাই বলাই যায় যে 'Metaphysics of nature' হবে, জ্ঞানের জগৎ এবং 'Metaphysics of Morals' হবে বিশ্বাসের জগৎ। যে কোন বিষয়কে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

নৈতিকতার কথাটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ভিত্তি প্রস্তর কান্ট Critique গ্রন্থের মধ্যেই করে রেখেছেন। নৈতিক চেতনার প্রশ্ন সকলের মধ্যেই থাকে। ব্যবহারিক বুদ্ধি নির্দেশ দেয় কি কাজ করা উচিত এবং কি কাজ করা উচিত নয়। 'morality' অর্থাৎ নৈতিকতা এবং 'religion' অর্থাৎ ধর্ম মানুষের জীবনের অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কান্টের মতে নৈতিকতা হলো ধর্মের ভিত্তি। যিনি নৈতিক তিনি হলেন ধার্মিক ব্যক্তি সেই জন্য কান্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের নানান যুক্তি খন্ডন করেন কিন্তু তিনি নতুন একটি যুক্তি দেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে। একটি নৈতিক যুক্তি বা নৈতিকতা বলতে বোঝায় যে বৌদ্ধিক কর্তা তার যদি স্বাধীনতা না থাকে তাহলে তার কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা যায় না, কেবল স্বেচ্ছায় কোন কর্ম সম্পাদন করলেই কর্তার কাজের ভালো মন্দ বিচার করা যায়। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে কাজের নৈতিক বিচার হতে পারে না। কান্টের মতে কোন কাজ ভালো যদি তার মধ্যে কর্তব্যের অভিপ্রায় থাকে, অর্থাৎ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য চালিত কর্ম করতে হবে। কান্ট বলেন কেউ যদি 'সিমপ্যাথি' বা করুণাবশত কোন কাজ করে তবে সেটি ভালো কর্ম হলেও তাতে নৈতিক কোনো মূল্য থাকে না কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কর্তব্যের প্রশ্ন ওঠে। শুভ ইচ্ছার সাথে কর্তব্যের সম্বন্ধ আছে কেননা আমরা সর্বদা শুভ ইচ্ছা দ্বারা চালিত হই না। শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হলেই ওই কাজগুলোই কেবল ভাল বলে বিবেচিত হয়।

(৯)

কান্টের মতে আমরা জ্ঞান অস্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করি কেননা বিশ্বাসের জায়গাকে ঠিক রাখার জন্য। নৈতিকতা ও ধর্মীয় পূর্ব স্বীকার্য যা মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি যদি মানতে হয় তাহলে আমার আত্মায় বিশ্বাস রাখতে হবে নয়তো নৈতিকতাও সম্ভব হবে না বিশ্বাসও সম্ভব হবে না। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে নৈতিকতা হয় না। যে সকল মনোবিদ্যা মন, আত্মা এসব নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু সেটি আভিজ্ঞাতিক মনোবিদ্যা। যেহেতু এটি মানসিক বিজ্ঞান তাই এক্ষেত্রে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম থাকে তা হল কার্যকারণ নীতি, যেখানে উল্লেখিত হয় যে প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে। তাহলে আমি যে ক্রিয়াটি করলাম তার তাহলে কোন না কোন কারণ থাকার কথা। ফলত, আমার ইচ্ছার কোন স্বাধীনতার জায়গা থাকে না। তাহলে মনোবিদ্যা অনুযায়ী আমাদের ক্রিয়ার কোন স্বাধীনতা থাকে না বা সবকিছুই কার্যকারণের দ্বারা আবদ্ধ।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাধীনতা মানতে হবে তাহলে নৈতিকতাকে মানতে গেলে বলতে হয় আত্মা স্বাধীন। কিন্তু মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আত্মা পরাধীন, ফলে দুটোই স্ববিরোধী মত। কান্ট এটির সমাধান করেন যে প্রত্যেক বস্তুকে দুটি দিক থেকে দেখতে হবে। টেবিলটি যেমন ভাবে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে সেভাবে টেবিলটিকে জানা যায় আবার 'টেবিলটি' স্বরূপত যেমন তেমন ভাবে সেটিকে জানা যায় না। ফলে একটি টেবিলের দুটি দিক দেখতে পাই। ১) জ্ঞানের যে প্রকার তার সাথে সম্বন্ধ বিযুক্ত অবস্থায় তখন হল তা 'প্রকৃত বস্তু' বা 'real object' এবং ২) জ্ঞানের যে প্রকার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

তার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয় কিন্তু তখন টেবিলটি ‘appearance’ বা অবভাস।[18] তদনুরূপ, যে আত্মা আমার কাছে প্রতিভাতও হয় বা যে আত্মা প্রাকৃতিক জগতে বিষয়ের মত, সেই প্রকার আত্মাই আমার কাছে ‘self as appearance’ বলে প্রতিভাত হয়। এই প্রকার আত্মা নিয়ে আলোচিত হয় মনোবিদ্যাতে। এটি হল অবভাসিত আত্মা। এটি প্রাকৃতিক বস্তুর মতোও কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ এবং এটি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। আরেকটি আত্মা স্বরূপত যেমন তেমন আমি জানতে পারিনা কিন্তু সেই আত্মা সম্পর্কে আমার চিন্তা করা দরকার। চিন্তা করতে গেলে আবার অনুভব দরকার। এই প্রকার আত্মা নিয়ে আলোচনা করে নৈতিকতা। ‘Self as it is’ বা আত্মা স্বরূপত যেমন সেই আত্মা নিয়ে আলোচনা করে নৈতিকতা এবং এটি হল ‘noumenal self’, কিন্তু এই আত্মা আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না।

কান্ট বলেন নৈতিকতা হলো মনুষ্য জাতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই নৈতিকতাকে মানতে গেলে এটাও মানতে হবে যে এমন আত্মাও আছে যেটি মুক্ত। তাই নৈতিকতায় যে আত্মার কথা বলা হয় সেই আত্মার প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি দুটি জগতের কথা স্বীকার করেন একটি জ্ঞানের জগত আরেকটি বিশ্বাসের জগৎ। নিরীশ্বরবাদীরা বলেন ঈশ্বর নেই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অন অস্তিত্ব কোনটাই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে। কান্ট বলেন কর্তব্যের জন্য কর্তব্য এটি একটি আকারগত বিধি। একজন ব্যক্তি যিনি তার নিজের নৈতিক জীবনকে সবার থেকে লুকিয়ে রাখেন, তাতে তিনি নিজেও যথেষ্ট দু:খ, কষ্ট পান এবং অনৈতিক ব্যক্তি প্রচুর অর্থাপত্তি লাভ করেন। তাহলে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে যিনি অনৈতিক তাকে বিশ্ব পরিচালনা করছেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু ঈশ্বর ঠিক সামঞ্জস্য বিধান করবেন এবং এরূপ সর্বশক্তিমান এমন কিছুতে বা এমন কিছুকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এই কারণের জন্য ঈশ্বরকে আমরা স্বীকার করতে পারি। কিন্তু তা বলে ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় নয়। পরে জ্ঞানের জগতে যা কিছু জানি তা অবভাস এবং বিশ্বাসের জগতে যা কিছু জানি তা ‘thing in itself।’[19] এইভাবে তফাৎ করলে নিরীশ্বরবাদের কোন জায়গা থাকে না এই যুক্তিটি কে বলে একটি নৈতিক যুক্তি অর্থাৎ ‘matter is the only reality’ এটিও বলা যায় না বা সংশয়বাদেরও জায়গা থাকে না।

(১০)

সর্বশেষে এসে এটুকুই বলা যায় যে কোপারনিকাসের যে বিপ্লব, তার সাথে কান্টীয় জ্ঞাতাত্ত্বিক বিপ্লবকে তুলনা করে হয়তো কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলা যায়। এডওয়ার্ড থর্নটন একটি বিশেষ প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে কাণ্ট মূলত কোপারনিকাসের মতের সাথে এই উপমার মাধ্যমে তাঁর প্রজ্ঞার যে অতীন্দ্রিয় প্রাকশর্তাবলীর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[20] ‘জার্নাল অফ ট্রান্সেন্ডেনটাল ফিলোসফিতে’ একস্থলে মন্তব্য করা হয়েছে – “As we will see, both Kant and

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

Copernicus grounded their respective disciplines by systematizing the object of study for that discipline, and they both did this by showing how certain presuppositions were necessary for the possibility of the form of science that they wished to pursue."[21] অর্থাৎ কান্ট ও কোপারনিকাস উভয়েই প্রদর্শন করেছেন, যে বিজ্ঞানের কথা বা যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে আমরা চিন্তা করি তার সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে কিছু কিছু নিশ্চিত প্রাক্-শর্ত আবশ্যিক হয়ে পড়ে। থিলি মন্তব্য করেন যে কাণ্ট অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও একটি বড় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।[22] কোপারনিকাস যেমন বলেছিলেন যে নক্ষত্র স্থির, কিন্তু মনুষ্য গতি বা যিনি দর্শক তিনি সচল, ঠিক তেমন কান্টও অন্যদিকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেন যে অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষের সময়ও কিছু প্রাক্-শর্ত থাকে যেমন, এটি হল এমন একটি বস্তু যা আমার উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই বিপ্লবের দ্বারা এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিষয়ের চাইতেও অধিক গুরুত্ব হল জ্ঞান। জ্ঞান ব্যতিরেকে বিষয় কিছুই নয়। বিষয় সর্বদাই আমাদের জ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. পেটন, এইচ জে., *কান্ট'স মেটাফিজিক অফ এক্সপিরিয়েন্স (ভল্যুয়মঃ১),* (নিউ ইয়র্কঃ দ্যা ইউম্যানিটিজ প্রেস), লন্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬, পৃ: ৭৫

২. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ৩১

৩. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ৩১

৪. পেটন, এইচ জে., *কান্ট'স মেটাফিজিক অফ এক্সপিরিয়েন্স (ভল্যুয়মঃ১),* (নিউ ইয়র্কঃ দ্যা ইউম্যানিটিজ প্রেস), লন্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬, পৃ: ৭৫

৫. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ৩১

৬. হোসেন তাফাজল, *ইম্যানুয়েল কাণ্টের প্রথম ক্রিটিকঃ একটি উপস্থাপনা,* কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃ: ২৩, ২৪

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

৭. পেটন, এইচ জে., *কান্ট'স মেটাফিজিক অফ এক্সপিরিয়েন্স (ভল্যুয়মঃ১),* (নিউ ইয়র্ক, দ্যা ইউম্যানিটিজ প্রেস), লন্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬, পৃ: ৭৫

৮. হোসেন. তাফাজল, *ইমানুয়েল কান্টের প্রথম ক্রিটিকঃ একটি উপস্থাপনা,* কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃ: ২৭

৯. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ৬৫

১০. পেটন, এইচ জে., *কান্ট'স মেটাফিজিক অফ এক্সপিরিয়েন্স (ভল্যুয়মঃ১),* (নিউ ইয়র্ক, দ্যা ইউম্যানিটিজ প্রেস), লন্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬, পৃ: ৩৩৬

১১. কোলেরন এন, "ইম্যানুয়েল কাণ্ট'স রেফারেন্স টু দ্যা কোপারনিকান রিভলিউশন", অক্টবর ২০১৯, https://www.researchgate.net/publication/336305909_Immanuel_Kant%27s_reference_to_the_%27Copernican_Revolution%27?enrichId=rgreq-196a204fefe7c8e1afba91881ac0d5f5-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNjMwNTkwOTtBUzo4MTEzMjE2NzUyMjcxMzlAMTU3MDQ0NTU2OTcxNw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

১২. পেটন, এইচ জে., *কান্ট'স মেটাফিজিক অফ এক্সপিরিয়েন্স,* (নিউ ইয়র্ক, দ্যা ইউম্যানিটিজ প্রেস), লন্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬, পৃ: ৭৫

১৩. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ৩৪

১৪. হোসেন. তাফাজল, *ইমানুয়েল কান্টের প্রথম ক্রিটিকঃ একটি উপস্থাপনা,* কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃ: ২৮

১৫. অনুঃ স্মিথ,. এন কে., *ইম্যান্যুয়েল কান্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* লণ্ডন, ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ১৯২৯, পৃ: ৬৫৯

১৬. পেটন, এইচ জে., *কান্ট'স মেটাফিজিক অফ এক্সপিরিয়েন্স (ভল্যুয়মঃ১), (*নিউ ইয়র্কঃ দ্যা ইউম্যানিটিজ প্রেস), লন্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬, পৃ: ৭৬

১৭. অনুঃ স্মিথ,. এন কে., *ইম্যান্যুয়েল কান্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* লণ্ডন, ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ১৯২৯, পৃ: ৬৬২

১৮. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ১২৮-১৩০

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.12

১৯. দাস, আর., *অ্যা হ্যাণ্ডবুক টু কাণ্ট'স ক্রিটিক অফ পিওর রিজন,* কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ: ৩৪

২০. থর্নটন এ, "দ্যা ইউনিটি অফ রিজনঃ কাণ্ট'স কপারনিকান প্রিসাপোসিশন", *দ্যা গ্রুয়েটর,* ২০২১ (২), জানুয়ারী ২০২১, ২১৩-২৩৫, অনলাইন, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jtph-2020-0028/pdf

২১. থর্নটন এ, "দ্যা ইউনিটি অফ রিজনঃ কাণ্ট'স কোপারনিকান প্রিসাপোসিশন", *দ্যা গ্রুয়েটর,* ২০২১ (২), জানুয়ারী ২০২১, ২১৩-২৩৫, অনলাইন, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jtph-2020-0028/pdf

২২. থিলি, এফ., "কাণ্ট'স কপারনিকান রিভলিউশন", *দ্যা মনিস্ট,* ভল্যুউম ৩৫ নং ২ (এপ্রিল ১৯২৫), ৩২৯-৩৪৫ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অনলাইন, https://www.jstor.org/stable/2178367

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore